সনাতন ধর্ম

লেখক
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশক
নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান

ন্যায়ের দৃষ্টিতে পুস্তিকাটির মধ্যে সনাতন ধর্মের প্রতি একটা পর্যায় অবধি সহযোগিতা বিদ্যমান। সে কারণে এর নাম সনাতন ধর্ম রাখা হয়েছে।

সনাতন ধর্ম

লেখক

যুগাবতার, হযরত মসীহ্ মাওউদ ও
ইমাম মাহদী
মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আ.)

প্রকাশক
নাযারত নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া,
কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

পুস্তকের নাম	ঃ	সনাতন ধর্ম
লেখক	ঃ	মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
অনুবাদক	ঃ	জাহিরুল হাসান, ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
প্রথম সংস্করণ	ঃ	অক্টোবর, ২০২১
সংখ্যা	ঃ	৫০০
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Title	:	**Sanatan Dharam**
Author	:	**Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad The Promised Messiah & Mahdi[as]**
Translator	:	**Jahirul Hassan, Incharge Bangla Desk Qadian**
1st Edition	:	**October, 2021 India,(Bengali)**
Copies	:	**500**
Published by	:	**Nazarat Nashr o Isha'at Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab**
Printed at	:	**Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম

প্রকাশকের কথা

পুস্তিকাটি যুগাবতার হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস সালাম ১৯০৩ সালে উর্দু ভাষায় প্রণয়ন করেছিলেন, পুস্তিকাটির মধ্যে তিনি কলিযুগের আর্য সমাজের সেই সব নিকৃষ্ট আস্থাগুলির খন্ডন করেছেন যেগুলি ছিল সভ্য সমাজের জন্য কলঙ্কজনক। তিনি সনাতন ধর্মের সেই সব বিশ্বাসগুলি যা কিনা মানবীয় প্রকৃতির অনুকুল সেগুলির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন যে ইসলামও এর সমর্থন করে। তিনি (আ.) বলেছেন হযরত ঈসা মসীহ্, রাজা রামচন্দ্র এবং রাজা কৃষ্ণ প্রমুখ পরমেশ্বর ছিলেন না। বরং তাঁরা প্রত্যেকেই ঈশ্বর ভক্ত এবং যুগাবতার ছিলেন।

পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান করেছেন। পুস্তিকাটির কম্পোজ করেছেন বুশরা হামীদ সাহেবা। রিভিউ এবং প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী, সেক্রেটারী ইশাআত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ এবং জনাব আবু তাহের মন্ডল, সদর রিভিউ কমিটি বাংলা এবং জনাব রফিকুল ইসলাম (এম. এ) মুরুব্বী সিলসিলাহ্।

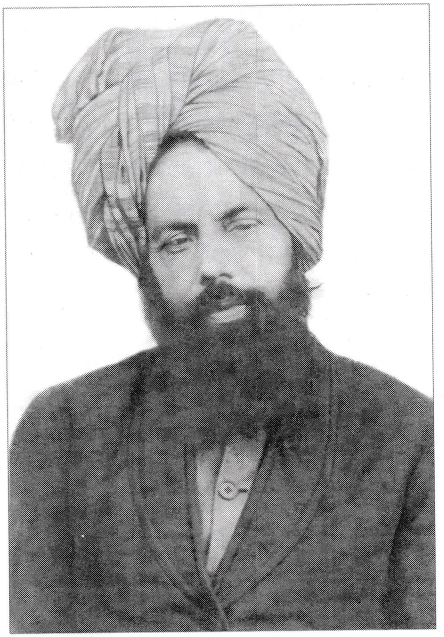
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর অনুমোদনে পুস্তিকাটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশ করা হচ্ছে।

অনুবাদ এবং পুস্তিকাটির প্রকাশনার সাথে যারা যেভাবে জড়িত আল্লাহ্তা'লা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

অক্টোবর ২০২১

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির, নশর ও এশায়াত
কাদিয়ান

লেখক পরিচিতি



হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ; ১৮৩৫ খৃ. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ; ১৯০৮ খৃ.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ

প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

ٹائیٹل بار اول

چونکہ اس رسالہ میں انصاف کی رو سے کسی قدر

سناتن دھرم کی مدد ہے اس لئے

اس کا نام

سناتن دھرم

رکھا گیا

تصنیف لطیف حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود امام الوقت

علیہ السلام میرزا غلام احمد صاحب قادیانی سلمہ اللہ الرحمان

۸ مارچ ۱۹۰۳ء

مطبع ضیاء الاسلام قادیان دار الامان میں باہتمام حافظ

حکیم فضل الدین صاحب کے چھپکر شائع ہوا

تعداد اشاعت ۲۰۰۰ প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৯০৩ بار اول

সংকলনকারীর কবিতা

(১) হে আর্য সমাজ! ঐশী ক্রোধে নিপতিত হওয়া থেকে বিরত হও। বন্ধুগন! কেন তোমরা আজ অশালীন চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন।

(২) হে আর্য জাতি তোমার হৃদয়ে এটা কি হয়েছে, তুমি কি জাগ্রত, না কি তোমার বক্তব্যগুলি স্বপ্নের মায়াজালে আচ্ছন্ন।

(৩) সেই ঈশ্বর সে কি তোমার জীবন সঞ্জীবনী ঈশ্বর নয়। তোমার এহেন জবাবে বিশ্বাসের কোনও ঘ্রাণ নেই।

(৪) যদি তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিকদের আত্মা তাঁর তত্ত্বাবধানে না থাকে তবে কেনই বা সে আজ অন্যদের জন্য এত বিচলিত।

(৫) যদি সে এমন নিভৃতে অবস্থানকারী যে কেউ তাকে অনুভবও করতে অক্ষম তবে হৃদয়প্রচ্ছদে কে তাকে লিপিবদ্ধ করে তুলল।

(৬) প্রেমিকদের হৃদয়ে তাঁর জন্য যে উত্তেজনা বিদ্যমান এতটা উত্তাপ আমরা জ্বলনের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিনি।

(৭) মৃত্যুবরণকারীকে সে মিলনের পানপাত্র প্রদান করে। এখানে প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে কোনও তারতম্য ঘটে না।

(৮) একমাত্র সেই তাকে অর্জন করতে সক্ষম যে মৃত্তিকাগর্ভে গিয়ে মিলিত হয়েছে। বাহ্যিক বাদানুবাদ এখানে মূল্যহীন।

(৯) সেই একমাত্র তাঁরই হয়ে যায় যে স্বয়ং তাঁর হয়েছে। আর সেই মহান সত্ত্বার আঁচলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

(১০) ফুলের সেই প্রভাবে দেখো যা তারই কারণে বিদ্যমান। চন্দ্র এবং সূর্য[১] তাঁরই কারণে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে।

---

১ ﴿اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ 'আল্লাহ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর নূর।' (সূরা নূর 24: 36)

(১১) সৌন্দর্যের কৌলীন্যে তাঁরই সেই নূর দীপ্তিমান। তা এমন যা অন্তরালে থেকেও বিচ্ছুরিত হয়েছে।

(১২) প্রতিটা অন্ধকারাচ্ছন্ন বাহু তাঁরই পানে অগ্রসরমান এবং তার বিরহ যন্ত্রণায় সে আকুল হয়ে উঠে।

(১৩) আত্মহারা প্রতিটা দৃষ্টি তাকেই দর্শন করে। আর প্রতিটা হৃদয় তার ভালবাসায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

(১৪) নির্বোধ যারা তাঁর কর্মকান্ডে আস্থা রাখে না তারা বৃথা মরীচিকার মধ্যে জলের অনুসন্ধান করে চলেছে।

(১৫) তারা সেই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লার মহিমাকে অস্বীকার করে মদমত্তের ন্যায় প্রলাপ করছে।

(১৬) জাতির অসন্তোষে ভীত হয়ে তারা সেই পবিত্র সত্ত্বাকে অবলোকন করার বাসনা হৃদয়ে ধারণ করে না।

(১৭) হে প্রিয়তম! আমাকে তুমি তোমার সেই অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করাও, কতদিন আর সেই মুখাবয়ব অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বিরাজ করবে।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحمدہ و نصلّی علٰی رسولہ الکریم

নিয়োগ

যদিও আমি 'নসীম এ দাওয়াত' গ্রন্থে নিয়োগ সম্পর্কে যথাযথ বর্ণনা করে এসেছি। আর আমি মনে করি যে,তা একজন সত্যান্বেষণকারীর জন্য খুবই লাভদায়ক এবং যথেষ্ট। কিন্তু আমি কতিপয় লোকের মুখে শুনেছি যে, পন্ডিত রামভজ দত্ত সাহেব অধ্যক্ষ আর্য ধর্মসভা পাঞ্জাব, তিনি কাদিয়ানের আর্যসমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমাবেশে আমার গ্রন্থ 'নসীম এ দাওয়াত' পৌঁছার পর তাঁর সমাপনী ভাষনে আমার কথা উল্লেখ করে বলতেন যে যদি সে এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করত, তবে নিয়োগের উপকারিতা সম্পর্কে আমি তাকে সব বর্ণনা করতাম।

এ কারণে শিষ্ঠতাপূর্বক নিবেদন করছি যে, যতদূর মানবীয় আত্মাভিমান এবং তার পবিত্র অন্তর্বিবেক চাহিদা রাখে, সততার সাথে আমার গ্রন্থ 'নসীম এ দাওয়াত' গ্রন্থে সেগুলি বর্ণনা করেছি। কোন বিতর্কের অবতারনা করা আমার অভিপ্রায় ছিল না বরং সহানুভূতির পথে একটা উপদেশ ছিল মাত্র। শুধুমাত্র আমি একা নই বরং হাজার হাজার নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং খালসা মতাদর্শী ধর্মভীরু শিখও এই বিষয়টাকে কদাচিৎ উচিৎ মনে করে না যে একজন পতিব্রতা এবং সংসারিণী নারী শুধুমাত্র সন্তান কামনার্থে স্বামীর জীবদ্দশায় পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন

করে।

বাকী থাকল নিয়োগের উপকারিতা, এক্ষেত্রে পন্ডিত সাহেব উপকারিতা বলতে সম্ভবত নিয়োগজাত সন্তান বোঝাতে চেয়েছেন অর্থাৎ নিখরচায় এগারোটা সন্তান জন্ম লাভ করবে আর এভাবে সন্তানের সংখ্যাধিক্যতা বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু পন্ডিত মহাশয় আপনি ক্রোধিত হবেন না! এমন সন্তান তো কুলীন নিষ্পাপ ব্যক্তির জন্য গর্বের কারণ না হয়ে বরং কালিমার কারণ সাব্যস্ত হবে। আমার তো মনে হয় যে একজন সতী-সাধ্বী সুলক্ষণা স্ত্রী যদি জীবনভর নিঃসন্তান থাকে তবে পরপুরুষের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে এমন সন্তান লাভ করা অপেক্ষা যা বিবেকের কাছে অবৈধ (জারজ) সন্তান আখ্যায়িত হবে, নিঃসন্তান মৃত্যু বরণ করা শ্রেয়।

আর যদি সত্য বলে কোন জিনিস বাস্তবে থাকে তবে সেই সন্তানগুলোকে উক্ত কাপুরুষ নির্লজ্জপতির সন্তান কেন সাব্যস্ত করা হবে যার বীর্য দ্বারা সেসব সন্তান সৃষ্টিই হয়নি। বরং তারা তো সেই ব্যক্তির সন্তান আখ্যায়িত হবে যার শুক্রানু থেকে তারা সৃষ্ট। এমন স্ত্রীর পক্ষে এরূপ সন্তানলাভ করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করাই উত্তম। পন্ডিত রামভজ দত্ত মহাশয়ের এহেন লজ্জাজনক নিয়োগের বিষয়ে বেশী অনমনীয়তা প্রদর্শন উচিৎ নয়। যেহেতু বিষয়টি মানবোচিত ভদ্রতাবোধ পরিপন্থী সুতরাং এই সমস্যাটিকে আর্যদের সমস্যাবলী থেকে পৃথক করে দেওয়া উচিত এবং সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া উচিত যে দয়ানন্দ তার সারাটা জীবন একাকীত্বে কাটিয়েছে এবং সেই আত্মমর্যাদাবোধ যা গৃহস্থ জীবনযাপনকারী প্রত্যেক সভ্য পুরুষ তার স্ত্রী সম্পর্কে রাখে,তা তার না থাকার কারনে খুব বড় ভ্রান্তিতে পড়েছে। এ কারণে আর্যসমাজ তাদের অভ্যন্তরীণ নীতিগুলি থেকে এটাকে বহিষ্কার করছে। অতঃপর এই বিষয়ে সুধীজনের অনেকের স্বাক্ষর হয়ে যাওয়া উচিৎ। যাতে পরবর্তিতে কোন আপত্তিকারীর জন্য আপত্তির কোন জায়গা না থাকে। অন্যথায় স্মরণ রাখবেন যে নিয়োগের নীতি তাদের ধর্মের জন্য একটা ব্যাধি বিশেষ আর আমি মানতে পারি না যে পতিপরায়ণা স্ত্রীরা নিয়োগের

জন্য প্রস্তুত হবে। বরং আমার তো ভয় হয় এতে বল প্রয়োগ করলে কোন স্ত্রী বিষপান করে মৃত্যু না বরণ করে![২] হে বন্ধুগণ! যা হওয়ার তা হয়ে গেছে এই ব্যধিটিকে এখন নিজের জাতি থেকে শীঘ্রই দূর করো, আর একে বেদ-এর ঘাড়ে চাপিও না। এটা আশা করো না যে আর্যাবর্তের সুসভ্য নারী-পুরুষ এটাকে স্বীকার করে নেবেন। বরং আমি অবগত হই যে হিন্দুধর্মে সন্তান দত্তক নেওয়ার প্রচলন নিয়োগের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ যখন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সভ্য নারী-পুরুষ এটি প্রত্যক্ষ করল যে (নিয়োগ- অনুবাদক) একটি অপবিত্র প্রথা তখন তারা সেই স্থলে সন্তান দত্তক নেওয়ার রেওয়াজ শুরু করল। এবং পুরুষদের আত্মমর্যাদাবোধ এই ঘৃনিত প্রথা অর্থাৎ নিয়োগকে তাদের স্ত্রীদের দ্বারা পালন করাতে অস্বীকার করল। এ কারণেই সন্তান দত্তক নেওয়াকে তারা বেশি প্রাধান্য দান করেছে। যদিও দত্তক গ্রহণ করা- এটাও একটা ভিত্তিহীন বিষয়, তথাপিও এই নির্লজ্জ এবং নোংরা প্রথা থেকে তা সহস্রগুণে উত্তম। এটা তো এমন একটা কলঙ্কিত কুপ্রথা যা নিম্ন শ্রেণীর কাউকেও যদি তাদের স্ত্রীদের দ্বারা এইরূপ করাতে বলা হয় সেও তৎক্ষণাৎ লড়াই করতে উদ্যত হয়ে উঠবে। অতএব আর্য মহোদয়দের উপর তারা যে দয়ানন্দের কথা চোখ বন্ধ করে স্বীকার করে নিয়েছে আমাদের আফসোস কেন হবে না। সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও তো জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ভাতৃসম ছিল। তারাও কি প্রাচীনকাল থেকে বেদ পাঠ করত না? সেক্ষেত্রে তারা কেন এহেন কদর্য প্রথার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করল না? দুঃখজনক হল যখন কল্যাণের দৃষ্টিতে আর্যবন্ধুদের বলা হয় যে আপনারা এহেন কদাচার পরিত্যাগ করুন আর নিজ স্ত্রীদের দিয়ে এমন দুষ্কর্ম করানো থেকে বিরত হোন, তখন উল্টে তারা ক্রোধান্বিত হন। আর্য সমাজিদের অবস্থা বড়ই অদ্ভুত প্রকৃতির! এই কাজে তারা বিন্দুমাত্রও লজ্জিত হন না।

❑ ২ আর্যাবর্তের স্ত্রীদের এখনও পর্যন্ত আপন আপন স্বামীদের প্রতি এমন আন্তরিক প্রেম বিদ্যমান যে তারা তাদের জন্য সতী হয়ে এসেছে। কিন্তু এমন স্ত্রী যার স্বামী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে অন্যদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে বেড়ায় সে কিরূপে তার স্বামীর প্রতি তদরূপ প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করতে পারবে।

কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন আর্যকে আমি আমার বাড়িতে ডেকেছিলাম। তাদের মধ্যে কিশন সিংহ নামী এক আর্য ছিল, যে বাবা নানক সাহেবের অনুসরণ থেকে অসুন্তষ্ট হয়ে এখন আর্য হয়েছে, আর এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব- (নানক-অনুবাদক) যিনি আধ্যাত্মিকতা এবং পবিত্রতা নিজ অন্তরে ধারণ করেছিলেন এবং আপন প্রভুর (অর্থাৎ খোদাতা'লার) প্রেমে যাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল- তাঁকে পরিত্যাগ করে এখন পন্ডিত দয়ানন্দকে প্রতিটা মুহূর্তে সাধনা শুরু করেছে। তার সাথে কাদিয়াননিবাসী লালা শরমপত এবং লালা মলাওয়ামলও ছিল। আর কাদিয়ানের আর্য সমাজের সেক্রেটারী পন্ডিত সোমরাজও তাদের সাথে ছিল। সনাতন ধর্মের কয়েকজন হিন্দুও তথায় উপস্থিত ছিল। তখন আমি তাদের খুব বোঝাই যে আপন স্ত্রীদের দ্বারা এমন কাজ করানো কখনই উচিত নয়। বিশেষ করে এই গ্রামে। তখন সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায় আর তাদের লজ্জাবোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু পন্ডিত সোমরাজ বলে ওঠে যে, এহেন কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তখন সনাতন ধর্মপন্থী যারা তথায় উপস্থিত ছিল এ কথা শোনামাত্র যে এই ব্যক্তি একটা ভরা জনসভায় নিজ স্ত্রী সম্পর্কে শালীনতার কোন তোয়াক্কা না করে এমন ঘৃণিত কাজকে অব্যাহত রেখেছে সবাই স্বতস্ফূর্তভাবে রাম রাম পাঠ শুরু করে। আর শেষ অবধি আর্য বন্ধুরা নিজেদের মুখ চাদরে লুকিয়ে হাসতে আরম্ভ করে। যখন উক্ত পন্ডিত এমন অশালীন কথা প্রকাশ্যে বলে ওঠে সে সময় কমপক্ষে তিরিশ জন ব্যক্তি ঘটনাটির সাক্ষী ছিল।

পরিতাপ! আর্য বন্ধুরা এটা বলে না যে এই প্রথার বিলোপ ঘটানো উচিত বরং তারা ক্রোধান্বিত হয়ে বলে ওঠে যে মুসলমানরা কি 'মোতা' করে না অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীদের কি তারা তালাক দেয় না? কতবার বোঝান হয়েছে যে, বন্ধুরা! কোথায় তালাক দেওয়ার রীতি যা প্রয়োজন সাপেক্ষে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত আর কোথায় এই অপকর্ম যা একজন পুরুষ জীবিত থাকা অবস্থায় আপন আপন স্ত্রীকে দিয়ে করায়, কিন্তু এরা বুঝতে অক্ষম। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা বোধবুদ্ধি এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন তাদের তো লজ্জায় মাথা কাটা যায়। অপরাধ এদের দ্বারা সংঘঠিত হচ্ছে আর লজ্জিত তাদের হতে হচ্ছে।

বারবার তাদের বলা হয়েছে যে যদি কোন ব্যক্তি বিবাহ পরবর্তিতে কোন এক সময় স্ত্রীকে তালাক দেয় কিংবা তালাকের সময় নির্ধারণ করে যে অমুক সময়ের পরে তালাক প্রদান করব- কতিপয় শিয়া লোকের কাছে যা 'মোতা' নামে খ্যাত- এই বিবাহের সঙ্গে আপনাদের তথাকথিত প্রথাটির কোনও সামঞ্জস্যতাই নেই। আর এইরূপ বিবাহকেও যেখানে বিচ্ছেদের মেয়াদ পূর্ব হতেই নির্ধারিত আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন শরীফ সুস্পষ্টভাবে একে অবৈধ আখ্যায়িত করেছে। ইসলামের পূর্বে আরবে একটা সময় পর্যন্ত এমন বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কুরআন শরীফ একে প্রতিরোধ করেছে এবং পবিত্র কুরআন অবতরণের সাথে সাথে উক্ত নিষেধাজ্ঞাটি স্থায়ীরূপে বলবৎ হয়েছে। শিয়াদের কতিপয় গোষ্ঠীর মধ্যে এ প্রথাটি বিদ্যমান। কিন্তু তারা অজ্ঞযুগের রীতিনীতিতে নিমজ্জিত। কোন বুদ্ধিমানের এটা উচিত নয় যে নিজের ত্রুটি পর্দাবৃত করার লক্ষ্যে অপরের দোষকীর্তন করে বেড়ায়। কোন অপরাধী কি অপর কোন অপরাধীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মার্জনা পেতে পারে? ঐশী গ্রন্থে (কুরআন শরীফ)- এ বিবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা বিদ্যমান। তার মধ্যে এইরূপ বিবাহের বর্ণনা পাওয়া যায় না যেখানে নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে তালাক প্রদানের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া এখানে মূল আপত্তি তো তালাক প্রদানের, আর বিশ্বে এমন কোন সম্প্রদায় নেই যারা বিবাহ-বিচ্ছেদের বিপক্ষে। কোন না কোন প্রয়োজনে সময় সাপেক্ষে তালাক দেওয়ার দরকার হয়ে পড়ে। অতএব যখন আর্য বন্ধুদের এহেন অশ্লীল কাজ থেকে নিষেধ করা হয়, তারা ক্রোধান্বিত হয়ে উত্তর দেয় যে মুসলমানদের মধ্যেও তো তালাক দেওয়ার প্রচলন বিদ্যমান। হে বন্ধুগণ! এই প্রথাটি কোন্ ধর্মে বিদ্যমান নেই? যখন কোন দম্পতির মধ্যে কলহ চরমে পৌঁছয় তখন বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে আর কিই বা করার থাকতে পারে? আপনারা এমন কথা না বলে বরং 'নিয়োগ'-কে পরিত্যাগ করুন এতেই মঙ্গল। এ কথায় কিইবা উপকার সাধন হতে পারে যে নিয়োগে বহুল উপকারিতা এবং গভীর রহস্য নিহিত। হে বন্ধুগণ! যদি অতিশয় না হয় তবে কমপক্ষে প্লেগের দিনগুলি অবধি এমন কুপ্রথা থেকে বিরত থাকুন। এমনটা না হয় যেন এই অপকর্মের দরুনই এই মহামারী আরও ব্যাপকহারে বিস্তার লাভ করে।

দুঃখজনক হল এই নিয়োগ প্রথা সত্ত্বেও যাতে লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে বরং আর্য মিত্রবর্গের পক্ষ হতে অপভাষার প্রয়োগ উত্তোরত্তর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাদিয়ানের উক্ত সম্মেলন উপলক্ষে বহু সদাচারী আর্য বন্ধু স্বয়ং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। আর তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে এই সম্মেলনে ব্যাপকভাবে অশালীন ভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে। বিশেষ করে একজনের কথা অধিকাংশ আর্য বন্ধুরা তুলে ধরেছে যে কিনা উগ্র এবং কটুভাষী ছিল।

সুতরাং এটা স্পষ্ট করা উচিত যে কোনওরকম বিবেচনা না করে আপত্তি অভিযোগ তুলে ধরার নাম কার্যত ধর্ম হতে পারে না। আর বিদ্রুপাত্মক আলোচনার মাধ্যমে সমাবেশের শোভা বৃদ্ধি করা এবং বহুরূপীদের ন্যায় অট্টহাস্য করা- এভাবে কোনও ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নিষ্ঠাবানদের জন্য এটাই আদর্শ নীতি যে তারা কোনও ধর্মের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তগুলির উপর চাইলে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে। কিন্তু কোন জাতির ঐশী গ্রন্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং পরিপূর্ণ ও প্রামাণীয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন কোনরূপ আপত্তি-অভিযোগ না করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও তার স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে ব্যভিচার করানো, একবার দুইবার নয় বরং বারো তেরো বছর অবধি- যতক্ষণ না এগারোটা সন্তান লাভ হয়- মানবীয় বিবেক এই নির্লজ্জতাকে স্বীকার করে না। পূতহৃদয়ের অধিকারী মাত্রই এই প্রথানুগত্যতা থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। আর বাস্তবিকই এর চেয়ে বড় কোন নির্লজ্জতা আর হতে পারে না। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন কোন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় নিজের স্ত্রীকে এরূপ অবস্থায় কখনও দেখতে পছন্দ করবে না। কিন্তু আমাদের জামাতকে যা তাক্বওয়ার (সংযম বা খোদাভীতি-অনুবাদক) উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সবসময় এটা স্মরণ রাখা উচিত তারা যেন কখনো এটা মনে না করে যে, এটা মূলত বেদ প্রদত্ত শিক্ষা। আমার অভিমত হল এটা বেদের অনুশাসন কোনমতেই হতে পারে না। আমি খুব উত্তম রূপেই অবগত যে কখনো কখনো একটি 'শ্রুতি' অথবা বাক্যের কুড়িটা পর্যন্ত অর্থ হতে পারে। এমতবস্থায় একজন কুপ্রবৃত্তির অধিকারী সর্বদা

অশালীন অর্থবোধ প্রস্তুত করে আর একজন পবিত্রচেতা প্রকৃতার্থ তৈরী করে। আবার এরকম প্রকৃতিরও মানুষ পাওয়া যায় যারা ব্যাক্তিগত জৈবীয় বাসনা চরিতার্থে জাতির মধ্যে কুপ্রথার প্রসার ঘটাতে চায়। অতঃপর তারা বাহানা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে এমন কোন গ্রন্থ থেকে যা ঐ জাতির নিকট ঐশী গ্রন্থ বলে বিবেচিত, কোন শ্রুতি বা বাণী তুলে ধরে। আর এভাবে তারা নির্বোধদের ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং আমাদের জামাতের উচিত তারা যেন এহেন পন্থা অবলম্বন থেকে দূরে অবস্থান করে। কেননা এটি সুরক্ষা এবং পবিত্রতার একেবারে পরিপন্থী। এরকম সাধারণ বিষয় যা কমবেশী প্রায় সকল জাতির মধ্যেই পাওয়া যায় সেগুলিকে নিছক আপত্তির জন্য তুলে ধরা সরাসরি মূর্খতা কিংবা বিদ্বেষপ্রসূত বলা যেতে পারে। যেমনটা আর্য মহোদয়গণ প্রদর্শন করে চলেছেন। উদাহরণস্বরূপ একের অধিক স্ত্রী রাখা অথবা আবশ্যক অনুরূপ তালাক প্রদান করা কিংবা এমন অনেক বিষয় যেগুলি সাধারণত প্রায় সকল জাতির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত করা কোন নিষ্ঠাবান মানুষের কাজ নয়। কারণ এই বিষয়গুলো প্রায় প্রতিটা জাতির মধ্যেই বিদ্যমান। আপত্তির মূল কারণ প্রধানত দুইটি বিষয়- প্রথমতঃ এটা যে, আত্মা এবং শরীর অর্থাৎ জীব এবং পরমাণু খোদা থেকে সৃষ্ট নয় অর্থাৎ এদের সৃষ্টিকর্তা খোদাতা'লা নয় বরং খোদাতা'লার ন্যায় নিজেদের অস্তিত্বে তারাও স্বয়ং খোদা এবং অনাদি (অর্থাৎ চিরঞ্জীব)। দ্বিতীয়তঃ এই লজ্জাজনক প্রক্রিয়া, যার নাম নিয়োগ। সুতরাং এ অভিযোগ বেদের উপরে নয় বরং পন্ডিত দয়ানন্দের উপর ন্যস্ত যে এমন ধর্ম প্রসার করেছে। এক্ষেত্রে আমাদের জামাত যেন সাবধানতা অবলম্বন করে। জ্ঞানত সাবধানতাপূর্বক কোন কথা যেন তারা মুখ থেকে বের না করে। এটা বাস্তব যে আর্যসমাজীদের মধ্যে কটুভাষী বহু লোক বিদ্যমান যারা আপত্তি করার সময় এটা দেখে না যে এই আপত্তির ব্যাপারে আমাদের কতদূর জ্ঞান রয়েছে বরং যা মুখে আসে তারা তা বলে দেয়। উদ্দেশ্য তাদের সত্যের অনুসন্ধান নয় বরং হাঁসি বিদ্রুপ করা। অনেকে আবার ঐশী গ্রন্থকে এক পলক দেখে কোনও রকম না বুঝেশুনে তাৎক্ষণিকভাবে আপত্তি উত্থাপন করে দেয়। ঐশী

বাণীর মধ্যে বহু স্থানে রূপক এবং বহু স্থানে আলংকারিক বর্ণনা হয়ে থাকে। আবার বাস্তবিকতা প্রদর্শনও বহু জায়গায় (মূখ্য) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব নিষ্কলুষ হৃদয়ে পরিপূর্ণ অবগত না হয়ে অভিযোগ জানানো হল মূর্খতার পরিচায়ক। খোদাতা'লার বাণীর মর্মার্থ অনুধাবনকারী তারাই হয়ে থাকে যারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেছে। সেই ব্যক্তি যে পূর্ণরূপে জাগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন আর যার দৃষ্টিশক্তি অবলুপ্ত ও হৃদয় পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ সে কিভাবে খোদার বাণীতে অভিযোগ জানাতে পারে? সর্বপ্রথম নিজের হৃদয়কে কলুষমুক্ত করতে হবে এবং জাগতিক বাসনা সম্বন্ধিত মনোভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে তবেই আপত্তি জানাতে হবে। যেমনটা কুরআন শরীফ এ উল্লেখ আছে :-

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى (বনী ঈসরাইল 17:73)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই জগতে অন্ধ থাকবে সে পরজগতেও অন্ধ হবে। এখন ঐশী বাণীর সারমর্ম বুঝতে অপারগ কোন আপত্তিকারী এই অভিযোগ করবে যে দেখো মুসলমানদের ধর্মে দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে তাদের মুক্তিলাভ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। দৃষ্টিহীন বেচারার অপরাধ কোথায়। কিন্তু যে ব্যাক্তি গোঁড়ামি ত্যাগ করে ধর্মনিষ্ঠ হৃদয়ে মনোযোগ সহকারে কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করবে সে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে এখানে বাস্তবিক দৃষ্টিশক্তিহীনদের কথা বলা হয়নি বরং এখানে হৃদয়ের দিক থেকে অন্ধত্ব বোঝানো হয়েছে। মোটকথা যাদের ইহলোকে খোদাতা'লার দর্শনলাভ হয় না পরলোকেও তারা তাঁর দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে। এইভাবে বহুস্থানে খোদাতা'লার বাণীর মধ্যে রূপক এবং প্রামাণিক শব্দ বিদ্যমান। একজন প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে এ সবকিছুকে আপত্তির উৎস সাব্যস্ত করবে। আমি খোদাতা'লার শপথ নিয়ে বলছি, ঐশীবাণীর মর্মার্থকে আত্মস্থ করার জন্য সর্বপ্রথম হৃদয়কে পবিত্র করতে হবে। তখনই খোদাতা'লার পক্ষ হতে হৃদয়ে নূর (ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ জ্যোতি) অবতীর্ণ হবে। অভ্যন্তরীণ

জ্যোতি ব্যতিরেকে আসল তত্ত্বজ্ঞান অনুধাবন অসম্ভব। যেমনটা আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন, لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (আল্ ওয়াকেয়া 56: 80) অর্থাৎ এটা পবিত্র (খোদাতা'লার) বাণী। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ পবিত্রতা অর্জন করে সে তার রহস্য উদঘাটন করতে পারে না। আমি যুবক ছিলাম আর এখন বৃদ্ধ হয়েছি। আর যদি লোকেরা সাক্ষ্য প্রদান করতে চায় তো করতে পারে যে আমি কখনও জাগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন হইনি। ধার্মিকতায় আমার মন সর্বদা নিমগ্ন ছিল। আমি এই বাণীকে যার নাম কুরআন খুবই পূত পবিত্র এবং ঐশী তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ পেয়েছি। সে না কোন ব্যক্তি বিশেষকে খোদায় পরিণত করে আর না আত্মা এবং শরীরকে তাঁর সৃষ্টির বাইরে রেখে তাকে অসম্মান এবং নিন্দা করে। আর সেই কল্যাণরাজি যার কারণে ধর্মকে স্বীকার করা হয়ে থাকে এই কুরআন সেগুলি মানবহৃদয়ে সংস্থাপিত করে তাকে খোদাতা'লার অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত করে। সেক্ষেত্রে কেন আমরা ঐশী বিকিরণ লাভ করা সত্ত্বেও পুনরায় অমানিশায় আসতে চাইব আর চক্ষুষ্মান হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় দৃষ্টিহীনে পরিণত হব।

এখানে আমাকে সত্যের সমর্থনে যা আমার কর্তব্যও বটে আরও অধিক বলতে হচ্ছে যে সনাতন ধর্মীরা নিজেদের কিছু বক্তব্যে আর্যসমাজি অপেক্ষা সহস্রগুণ উত্তম। তারা পরমেশ্বরের ন্যায় নিজেদেরকে অনাদি এবং অসৃষ্ট বলে তাঁকে লাঞ্ছনা করে না। তারা নিয়োগের কলঙ্কিত বিষয়টিকে অস্বীকার করে। আর তারা ইসলামের উপর কোন আপত্তি তুলে ধরে না। কারণ তারা অবগত যে ইসলামের বাণী সকল জাতিরই মধ্যে বিদ্যমান। তারা সামাজিক মিশুক প্রকৃতির। তাদের মধ্যে অতিমাত্রায় ঔদ্ধত্য এবং উগ্রতা নেই। তাদের সম্মুখে আর্য বন্ধুদের আত্ম প্রশংসায় এমন বড়াই করা সাজে না যে আমরা মূর্তিপূজা করি না কিংবা আমরা অবতারগণকে স্বীকার করি না। কেননা সনাতন ধর্মের উচ্চ মর্যাদায় আসীন সন্যাসীগণও মূর্তিপূজা থেকে বিমুখ হয়ে থাকেন। আর রইল অবতারের বিষয়, সেক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষায় নবী এবং রসূলগণকে অবতার বলা হয়েছে,যাঁদের উপর দিব্য জ্ঞানের জ্যোতি অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এই কারণে অবতারগণকে পূজা করতে হবে- এটা সনাতন ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য

নয়। হ্যাঁ, তাঁদেরকে এরা খুবই পূত হৃদয়ের অধিকারী মনে করে এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করে।(৩) অপরদিকে আমি আর্যসমাজের কতিপয় পুস্তক পুস্তিকায় দেখেছি যে, তাদের কিছু ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী অবতারগণকে বিদ্রুপ করেছে, তাঁদের প্রতি অশালীন ভাষার প্রয়োগ করেছে। এসব রুচিশীল মানুষের কাজ নয়। বাস্তব সত্য এটাই যে কয়েকজন আর্যের ঔদ্ধত্য সীমা অতিক্রম করে গেছে। তাদের এই ধৃষ্টতা এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে এটাই সেই তৃণরাশি যার কোন শিকড় নেই। আধ্যাত্মিকতার প্রতি এ জাতি আর আকর্ষিত নয়। শুধুমাত্র হাঁসি-বিদ্রুপ এবং ভাষার চালাকী দ্বারা ধর্মলাভ হয় না। ধর্ম তো এমন এক মৃত্যু কামনা করে যার পরে শাশ্বত আত্মা প্রদান করা হয়ে থাকে। দুঃখজনক হ'ল আর্যদের মধ্যে কতিপয় প্রতিহিংসাপরায়ণ সদস্য ধর্ম সম্পর্কে যৎসামান্য জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের কাদিয়ান সম্মেলনে বিদূষকের ন্যায় ইসলামের প্রতি কটুক্তি করেছে।(৪)

❑ ৩ পূণ্যবান সত্ত্বার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন ঈমানদারদের কর্তব্য। আর সৎসঙ্গের অনিবার্য শর্ত এর দ্বারাই পরিপূর্ণতা লাভ করে। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শুধুমাত্র অতীত অবতারগণের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল নয় বরং এই কলিযুগে তারা এক শেষ অবতারের জন্যও প্রতীক্ষমান যে কিনা এই ধরাপৃষ্ঠ হতে পাপের মোচন ঘটাবেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে কোন সময় ঐশী নিদর্শনাবলীকে প্রত্যক্ষ করে তাদের মধ্য হতে সৌভাগ্যশালীরা খোদাতা'লার এই ঐশী ব্যবস্থাপনাকে স্বীকার করবে। কেননা তাদের মধ্যে জিদ এবং হঠধর্মিতা খুবই নগন্য।

❑ ৪ এসব লোকেরা শুধু ইসলাম ধর্মের উপরই অশালীন ভাষার প্রয়োগ করেনি বরং সনাতন ধর্মের পবিত্র নীতিগুলিকেও তারা ব্যাপক নিন্দা করেছে। আর সনাতন ধর্মী অসহায় হিন্দুদের হৃদয় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। নিজেদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে তারা খ্রীষ্টীয় ধর্মের উপরেও অন্যায় আক্রমণ চালিয়েছে। আক্রমণ করার সময় সীমালঙ্ঘন করা হচ্ছে দুর্বৃত্তের অভ্যাস। এটা বাস্তব যে হযরত ঈসা (আ.) খোদা নন বরং খোদাতা'লার এক স্নেহভাজন নবী এবং রসূল ছিলেন। আবার এটাও সত্য যে রাজা রামচন্দ্র এবং রাজা কৃষ্ণ বাস্তবে তাঁরা কেউ পরমেশ্বর ছিলেন না। কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁরা দুজনেই সুপ্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর

যদি তাদের সদিচ্ছা থাকত তবে আমাকে লিখতে পারত যে ইসলাম ধর্মের উপর আমাদের অমুক অমুক আপত্তি আছে। সেক্ষেত্রে যদিও আমি এরকম সভাস্থলে উপস্থিত হতে অপারগ ছিলাম তথাপিও তাদের আশঙ্কাগুলিকে প্রাঞ্জল এবং সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে উত্তর প্রদান করে আমি তাদের মনস্তুষ্টি করতে পারতাম। অথচ এখন তারা যেভাবে কাদিয়ানে এসেছিল সেভাবেই এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে আর ধৃষ্টতা এবং অপশব্দের পাহাড় তারা নিজেদের মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে গেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কয়েক দিনের মধ্যেই আমি পুস্তক 'নসীম এ দাওয়াত' রচনা করে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তাদের মধ্যে একজনেরও যদি বোধোদয় ঘটে তবে সৎকর্মের প্রতিফল আমি লাভ করব।

অনুরাগী অবতার ছিলেন। খোদাতা'লার জ্যোতির্ময় তত্ত্বজ্ঞান তাঁদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তাই তাঁরা অবতার আখ্যায়িত হয়েছেন।

সমাপন

ইতিমধ্যেই আমি আমার পুস্তক 'নসীম এ দাওয়াত'- এ বর্ণনা করে এসেছি যে প্রতিটা ধর্মকে তিনটি উপায়ে পরখ করা যেতে পারে। **প্রথমত,** উক্ত ধর্মটি খোদাতা'লা সম্পর্কে কি উল্লেখ করেছে। আফশোস! আর্য সমাজের নীতি হ'ল তারা খোদাতা'লাকে সমস্ত জিনিসের প্রস্রবণ সাব্যস্ত করে না। বরং বস্তুজগতের সবকিছুকে তারা পরমেশ্বরের ন্যায় চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব এবং স্বয়ংক্রিয় বলে মনে করে। তারা বিশ্বাস পোষণ করে যে পরমেশ্বর না তো এইসব বস্তুগুলিকে কখনও সৃষ্টি করেছেন আর না তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব এটা প্রমাণিত যে আর্য সমাজের পরমেশ্বর প্রকৃত অর্থে পরমেশ্বর নয়। নয়ত সবকিছুর সূচনা তার মাধ্যমেই হওয়া উচিত ছিল। এটা কিরূপে সম্ভব যে পরমেশ্বর বলে তাকে অভিহিত করা হবে অথচ সবকিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্তিত্ব লাভ করবে? যে জিনিষের সৃষ্টিকর্তা সে নয়, কিভাবে তার অধিপতি হয়ে যেতে পারে? কোন আর্য মহোদয় কি এই অবৈধ দখলের হেতু বর্ণনা করতে পারবে? যে বস্তুগুলিকে পরমেশ্বর সৃষ্টিই করেনি সেগুলির উপর রাজত্ব করা তাদের প্রতি নিপীড়নের নামান্তর। অত:পর যদি আর্য সমাজপতিরা সনাতন ধর্মীদের উপর মূর্তিপূজার আরোপ লাগায় তবে আস্থার দৃষ্টিকোন থেকে তুলনামূলকভাবে তাদের নিজেদেরই উপর গুরুতর আপত্তি এসে পড়ে। কেননা মূর্তিপূজারীরা নিজেদের মূর্তি এবং দেবতাগুলিকে পরমেশ্বর এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্বলাভকারী মনে করে না, তারা শুধু এতটুকুই আস্থা পোষণ করে যে তাদের আরাধ্য দেবতা এবং অবতারগণকে পরমেশ্বর অসীম ক্ষমতা প্রদান করেছেন যেগুলির সাহায্যে তারা জনগণের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। যদিও এটা সঠিক কথা নয়। কারণ মনোবাঞ্ছা

পূরণকারী সত্ত্বা প্রকৃতপক্ষে একটিই বিদ্যমান অর্থাৎ খোদাতা'লা, যাঁকে পরমেশ্বর বলা হয়। আর ইহলোক এবং পরলোকে একমাত্র সেই ব্যক্তিই সাদর সম্ভাষণের অধিকারী এবং কল্যাণপ্রাপ্ত যে সবকিছু পরিত্যাগ করে পবিত্র অন্ত:করণে স্বীয় প্রভুর আজ্ঞাপালক হয়ে যায়। সর্বদা সেই পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে এই আহ্বানের অবতারণ হতে থাকে "জেতু মেরা হো রহে সব জগ তেরা হো।" (অর্থাৎ যদি তুমি আমার হয়ে যাও তবে সমগ্র পৃথিবী তোমার হয়ে যাবে।- অনুবাদক) এটাই আমি পরখ করেছি এবং আমি স্বয়ং এর সাক্ষী। যে ব্যক্তি তাঁর প্রেমে নিমজ্জিত হয়, তাঁর প্রেমের উত্তাপে সে এক নব জীবন লাভ করে। অতঃপর যখন সে ঐ ঐশী অগ্ন্যাধারে প্রবেশ করে তখন নিখিল বিশ্ব এবং আসমানের সবকিছু যেগুলিকে অন্যান্যরা পূজা করত, সেসব তার সেবক এবং দাসে পরিণত হয়। অপরদিকে সনাতন ধর্মীদের বিভ্রান্তি এটি যে তারা নিজেদের ন্যায় বস্তুগুলির নিকট উদ্দেশ্য পূরণের প্রার্থনা করে আর সেই শাশ্বত এবং দ্বীপ্তিমান জ্যোতি (অর্থাৎ খোদাতা'লা) যা তাদের সম্মুখে বিরাজমান এবং তাদের স্বনির্মিত প্রস্তরমূর্তি অপেক্ষাও অধিকতর নিকটবর্তী তাঁর থেকে কোনরূপ লাভবান হয় না। তথাপিও তারা স্বীকার করে যে প্রতিটা বস্তু পরমেশ্বর থেকেই অস্তিত্বলাভ করেছে এবং তাঁর সাহায্য ছাড়া কোন বস্তুর স্বকীয়তা নেই। মনে হয় এটাই বেদপ্রদত্ত শিক্ষা যা সনাতন ধর্মীরা আজও পর্যন্ত বিস্মৃত হয়নি। আমরা সেইসব মুনি-ঋষি যাঁরা জঙ্গলে সুদীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যা সাধনা করেছিলেন তাঁদের সেসব শ্রুতিগুলিকে অবলোকন করে অনুমান করতে পারি যে 'বেদ'- এর প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান তাঁদের উপরই প্রকাশিত হয়েছিল। সে কারণেই তারা আর্যসমাজিদের ন্যায় জীব এবং পরমাণুগুলিকে অনাদি এবং স্বতঃ অস্তিত্বলাভকারী মনে করতেন না, বরং যেমনটা তাঁদের লেখনী থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, প্রতিটা বস্তু পরমেশ্বর থেকেই নির্গত- এটাই তাদের বিশ্বাস ছিল। অর্থাৎ তাঁর ব্যাখ্যান সর্বব্যাপী। এই ধর্মবিশ্বাস ইসলামও পোষণ করে। (শত বুদ্ধিজীবিদের মতামত অভিন্ন হয়ে থাকে কিন্তু মূর্খের কথা ব্যতিক্রমী।) তাঁরা আর্য সাহেবদের ন্যায় জিহ্বার চালাকির উপর ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন নি বরং তাঁরা

সাধনার মাধ্যমে,পরিশ্রমের মাধ্যমে জপ করে, ঈশ্বরবন্দনা করে পবিত্র অন্ত:করণে পরমেশ্বরকে অনুসন্ধান করতেন এবং জঙ্গলে গিয়ে কঠিন তপশ্চর্যার মাধ্যমে প্রাণপাত করতেন আর উপবাসের মাধ্যমে নিজেদের শরীরে তাঁরা জলবিয়োজন ঘটাতেন। সেইসাথে দুনিয়া বিমুখ নিভৃতবাস যাপনে তাঁরা আপন পরমেশ্বরের প্রতি হৃদয় সংযোগ করতেন। তবেই সেই আদি এবং অন্তহীন জ্যোতির্ময় সত্ত্বা, যার নাম বিভিন্ন ভাষায় পরমেশ্বর,গড,খোদা,আল্লাহ্ ইত্যাদি তা তাঁদের উপর অবতীর্ণ হত। তাঁরা কখনই এটা স্বীকার করতেন না যে খোদা তা'লার ইলহাম (ঐশীবাণী) এবং দিব্যজ্ঞান শুধু বেদ পর্যন্তই সীমিত আর মনুষ্যজাতির উপর খোদাতা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদানের দ্বার চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ এবং তালাবন্ধ। খোদাতা'লা তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন এবং অদৃষ্টের সংবাদ তাঁদের উপর প্রকাশ করতেন। বাস্তবটা হ'ল আল্লাহ্তা'লার অনুসন্ধিৎসু যারা তাঁর পথে মৃত্যুবরণ করছে তারা তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে চলেছে। যদি খোদাতা'লা তাদের প্রতি এমন রুক্ষতা এবং অমনোযোগী ভাব প্রদর্শন করে এবং নিজেকে তাদের উপর প্রকাশ না করে অন্তরালে রাখে এমনকি তাদের প্রতি মৌনতা অবলম্বন করে তবে তারা জীবন্মৃতের ন্যায়। আর ধরাপৃষ্ঠে তাদের ন্যায় হতভাগ্য কেউ থাকবে না যারা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে ত্যাগ করেছে কিন্তু সেখানেও বঞ্চিত থেকেছে। তাদের (ইহলোক ও পরলোক) দুই'ই হাতছাড়া হয়েছে। কিন্তু কোন হিতৈষী কি তার পরমমিত্রের সঙ্গে এরূপ করতে পারে? কখনই নয়। বিখ্যাত উপমা হল 'দোস্তি মে দো সতী হো"(অর্থাৎ বন্ধুত্বে যেন দুই জনেই সতী হয়)। একজন কাল্পনিক প্রেমে অবরুদ্ধ সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিরহ এবং শোকতপ্ত হৃদয়ে দিনরাত আপন প্রিয়তমকে হৃদয়কন্দরে নিজের প্রতি আকর্ষিত করে চলে তারপর হঠাৎ প্রেমের এক স্ফূলিঙ্গ যা এতকাল যাবৎ অজ্ঞাত এবং উপেক্ষিত ছিল তা তার প্রেমাস্পদের হৃদয়ে এসে পতিত হয় কিন্তু শর্ত হল তার সেই প্রেম যেন নি:স্বার্থ হয়। তখন সেই প্রিয়তমও তার বেদনা থেকে অংশ লাভ করে এবং প্রেমীর সেই অষ্টপ্রহরের দু:খ-বেদনা সেই প্রাণনাথের উপর মায়াজালের ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে তার হৃদয় তার স্নেহভাজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর কোন অজ্ঞাত কারণে তার হৃদাসনে এ কথা প্রবিষ্ট হয় যে, এই ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে। এ কথা শুধু তার হৃদয়েই প্রবেশ করে না বরং শেষ পর্যন্ত তার কাছে সে ধরা পড়ে যায়। অত:পর হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের মেলবন্ধন ঘটে। অর্থাৎ দুজনে একই সত্ত্বায় পরিণত হয়। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হল একজন প্রেমিক সহস্র পর্দাবৃত করে তার স্নেহাদরকে অন্তরালে রাখলেও তার প্রিয়তম অবশ্যই তার সেই আসক্তি সেই সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। অত:পর এই জগৎও যে সবকিছুর পিছনে গোয়েন্দার ন্যায় ধাবমান উক্ত দুইজনের পারস্পরিক আসক্তির ব্যাপারে অবগত হয়ে যায়। আর বাস্তবে তাদের এই আসক্তি যদি নির্মল হয় এবং কোনরূপ ঘৃণিত স্বার্থের সংমিশ্রণ যদি তার মধ্যে না থাকে তখন সেই স্বর্ণশিখর অবধি তাদের দুজনকে সে পৌঁছে দিতে চায় যেখানে তাদের হৃদয় পরস্পরকে আকৃষ্ট করে এবং পরস্পরের বিরহে তারা বিচলিত হয়ে ওঠে। এ দুর্নিবার আকর্ষণ কোথা থেকে এবং কিরূপে সৃষ্টি হ'ল তা তারা কিছুই বুঝতে পারে না। অত:পর তাদের নিষ্কলুষ হৃদয় এতটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে যে তারা পরস্পরের সাক্ষাৎ, কথোপকথন করতে প্রত্যাশী হয়। অন্তত:পক্ষে একবার কথা বলার জন্য তার হৃদয় ব্যকুল হয়ে ওঠে। এরপর সে মৃত্যুই বরণ করুক না কেন। এ তো হল জাগতিক প্রেমের পরিণাম যা পূর্ণতা পায় পারস্পরিক বার্তালাভের মাধ্যমে। অতএব ধিক্কার এমন ধর্মের উপর যে পরমেশ্বরের একজন নিষ্ঠাবান অনুরাগীকে এতটুকু অংশ পর্যন্ত দেওয়ার অঙ্গীকার করে না যে, সে তার সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য অর্জন করবে যেমনটা একজন অনুরাগী তার প্রিয়তমের সাথে সাক্ষাতলাভের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। আফশোস যে এসব লোকেরা এমনটা বিশ্বাসই রাখে না। কিন্তু আমি মানতে পারি না যে, বেদ্ মনুষ্যজাতিকে এই বার্তালাপের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়। বরং এটা তাদের নিজেদেরই ভ্রান্তি। বেদের এতে কোন অপরাধ নেই। আমি সত্য সত্যই বলছি প্রকৃত ধর্ম একমাত্র সেইটাই যা শাশ্বত খোদার সাক্ষাৎলাভ এবং কথোপকথনের স্বাদ আস্বাদন করায় নয়ত একটা গোবিষ্ঠাতে হাত দেওয়ার ন্যায় যার মধ্যে

পঙ্কিলতা বৈ কিছু নেই।

ধর্মকে পরখ করার **দ্বিতীয় উপায়** হল সত্য ধর্ম একদিকে যেমন খোদাতা'লার সাথে সমন্বয় ঘটায় অপরদিকে তেমন মানবজাতির মধ্যে পবিত্রতার প্রসার ঘটায়। আমি বলে এসেছি যে আর্য সমাজ খোদাতা'লার সাথে সংযোগ স্থাপন করায় না। আবার সেই জন্মগত সম্পর্ককেও অস্বীকার করে যা সৃষ্ট হওয়ার কারণে প্রতিটা আত্মা তার পরমেশ্বরের সাথে রাখে। আর তাদের পবিত্রতার দৃষ্টান্ত তো নিয়োগের শিক্ষাই থেকে স্পষ্ট। ধন্য হোক তোমার হে সনাতন ধর্ম! তুমি প্রতিটা অনু এবং জীবকে তাদের আপন অস্তিত্বে পরমেশ্বর বলে বিবেচনা করো নি। আর না নিয়োগের মতো অশ্লীলতাকে তুমি তোমার আস্থায় শামিল করেছ। অতএব আমি সত্য সত্যই বলছি যদি তুমি আরও একটু অগ্রসর হয়ে ঈশ্বর অনুরাগী সন্যাসীদের ন্যায় হয়ে যাও যারা পরমেশ্বরের ভালবাসায় পরিপূর্ণ থাকে আর তাঁর এমন নৈকট্য অর্জনকারী হয়ে ওঠো যে মূর্তিপূজাকেও নিজেদের আঁচল থেকে নিক্ষেপ করে দাও, সেক্ষেত্রে আর্যদের বিপরীতে প্রতিটা ময়দানে তুমি বিজয়লাভ করবে। তারা একটা পথে তোমার সাথে প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত হবে আর সাতটি পথ দিয়ে পলায়ন করবে আর এটা নতুন কিছু নয়। প্রাচীনকাল থেকে ঋষি-মুনি যাঁরা (ঐশী) ভালবাসার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে এসেছে- এটাই হচ্ছে পরমেশ্বরের ধর্ম। এর বাইরে সব কিছু অর্থহীন।

সত্য ধর্মকে পরখ করার **তৃতীয় উপায়** হ'ল, সে কতদূর পার্থিব কলুষতা হতে মুক্ত করে খোদাতা'লার সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়, এবং সেই পবিত্র অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করায়। আর্যধর্ম এই মর্যাদালাভে পরিপূর্ণ ব্যর্থ। সে কারণে তাদের পক্ষ থেকে মাত্রাতিরিক্ত কটুক্তি, অশ্লীলতা ও অভিশংসা ব্যাতিরেকে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আর তাদের ধ্যানধারনাগুলি পরমেশ্বর সম্পর্কেও পবিত্র নয় আর জাতীয় শুদ্ধিকরণের ক্ষেত্রেও পবিত্র নয়। আর তাদের মধ্যে সেসব কল্যাণরাজিরও বিন্দুমাত্র অংশ নেই যা মূলত ঈশ্বরভক্তেরা লাভ করে থাকে। আমি শুনেছি কাদিয়ানের সনাতনধর্মী লোকেরা আর্য সমাজের এই দুটি সিদ্ধান্তকে বাতিল এবং খন্ডন করার জন্য যা তারা পরমেশ্বরকে শক্তিহীন এবং নিয়োগ সম্পর্কে

রাখে, কোন সমাবেশ করতে ইচ্ছুক। আমার মনে হয় অন্যান্য শহরের সনাতনধর্মী লোকদের তাদের সাহায্য করা উচিত। আর যদি বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে উপযুক্ত মনে হয় তবে আমিও তাদের সহায়তার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করব।

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা গোলাম আহমদ্ কাদিয়ানী



SANATAN DHARAM

in Bangla

by

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani

The Promissed Messiah & Imam Mahdi[as]